উন্নয়নের পাঁচালি

বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর

২০১১ - ২০২৫

কেন্দ্র সরকারের কাছে বাংলার পাওনা ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তা সত্ত্বেও গত ১৫ বছর ধরে জন্ম থেকে মৃত্যু, সমস্ত ক্ষেত্র, সমস্ত এলাকা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এই সরকার কাজ করছে ও করবে।

নারী ক্ষমতায়ন

- যুগান্তকারী **লক্ষ্মীর ভাণ্ডার** প্রকল্পের আওতায় **২.২১ কোটি নারী** আর্থিকভাবে ক্ষমতাশালী হয়েছেন। এই প্রকল্পে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ **২৬,৭০০ কোটি টাকা** এবং শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত এই খাতে মোট ব্যয় হয়েছে **৭৪,০০০ কোটি টাকা**।
- **রূপশ্রী** প্রকল্পের অধীনে **২২.০২ লক্ষ মহিলাকে** বিয়ের জন্য **২৫,০০০ টাকা** করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে **৫,৫৫৮.৬৬ কোটি টাকা**।
- বাংলার পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ২০০৮ সালে ৩৬.৮% থেকে **১৪.৬%** বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে **৫১.৪%** হয়েছে, যা জাতীয় গড় ৪৫.৬%-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে।
- নারী ও কন্যাসন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ২০২৪ সালে **অপরাজিতা বিল** পেশ করেছে। **রাত্তিরের সাথি** উদ্যোগের মাধ্যমে জরুরি সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং জন-সুবিধা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য **১৫৭.৩৪ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **কর্মাঞ্জলি** প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে অবিবাহিত কর্মরত মহিলাদের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ভাড়া বাড়ির সুবিধা দিতে মোট **১৩টি হোস্টেল** তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্পে বার্ষিক ব্যয় প্রায় **১.২৪ কোটি টাকা**।
- **সবুজশ্রী** প্রকল্পের অধীনে নবজাতকের মায়েদের **৬৮ লক্ষ চারা গাছ** বিতরণ করা হয়েছে। **আনন্দধারা** প্রকল্পের মাধ্যমে **১.২১ কোটি মহিলা** জীবিকা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন এবং তাঁদের জন্য **১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণের** ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে রাজ্য জুড়ে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আরও মজবুত হয়েছে।
- **মুক্তির আলো** প্রকল্পের মাধ্যমে সারা বাংলায় সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিপন্ন অবস্থায় থাকা মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পে **১.৪৭ কোটি টাকা** ব্যয় হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা

- **২০১১** সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মোট **৯৪টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প** চালু করেছে।
- **খাদ্য সাথী** প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় **৯ কোটি মানুষ** সম্পূর্ণ ভরতুকিযুক্ত রেশন পেয়েছেন, যার ফলে ব্যয় হয়েছে **১,০৯,৪৬৮ কোটি টাকা**। এছাড়াও, **দুয়ারে রেশন** প্রকল্পের মাধ্যমে

৭.৫ কোটি উপভোক্তা তাদের দোরগোড়ায় রেশন সরবরাহের সুবিধা পেয়েছেন, যার ফলে ব্যয় হয়েছে **১,৭১৭ কোটি টাকা।**

- জয় বাংলা প্রকল্পের আওতায় **২০.৫৭ লক্ষ বিধবা, ৫০.৬১ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক, ৭.৫৯ লক্ষ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি** এবং **২.১২ লক্ষ অন্যান্য সুবিধাভোগী** মাসিক পেনশন পাচ্ছেন, যার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বার্ষিক **১০,৫৭৩.৮৭ কোটি টাকা।**
- **বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনার** অধীনে **১.৮৪ কোটি অসংগঠিত শ্রমিককে** চিকিৎসা, মৃত্যু এবং অন্যান্য কল্যাণকর সুবিধা-সহ সর্বাঙ্গীণ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে **২,৮৮০ কোটি টাকা।**
- ২০২৩ সালে শুরু হওয়া **কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক)** আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং তাঁদের অভিযোগ নিষ্পত্তির কাজ করে। অন্যদিকে ২০২৫-এর **শ্রমশ্রী** প্রকল্পের মাধ্যমে **৩১.৭৭ লক্ষ ঘরে ফেরা শ্রমিককে মাসে ৫,০০০ টাকা** করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যতদিন না তাঁদের কর্মসংস্থান হয়। পাশাপাশি তাঁদের জন্য জব কার্ড, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, খাদ্য শস্য এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধাও নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **কেন্দু পাতা সংগ্রাহকদের** সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানত তপশিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের **৩৫,০০০ উপভোক্তা** উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে ৬০ বছর পূর্ণ হলে নিবন্ধিত সংগ্রাহকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এছাড়া কেন্দু পাতা সংগ্রাহকরা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, মাতৃত্বকালীন সহায়তা, বিশেষভাবে সক্ষমদের সহায়তা, স্বাস্থ্য সহায়তা ইত্যাদির সুবিধাও পেতে পারেন। সংগ্রাহকের মৃত্যু হলে, তাঁর নমিনি হিসেবে থাকা ব্যক্তি মৃত্যু-সহায়তার পাশাপাশি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা দাবি করতে পারেন।

তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি ও সংখ্যালঘুর ক্ষমতায়ন

- ২০২৫ সালের মধ্যে, **জয় জোহার ও তপশিলি বন্ধু** প্রকল্পের আওতায় মা-মাটি-মানুষের সরকার **১৪.৬৪ লক্ষ** তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতি-ভুক্ত প্রবীণ নাগরিকদের মোট **৯,১০৮.৪৫ কোটি টাকা** পেনশন প্রদান করেছে।
- তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির **১.৬৯ কোটিরও বেশি মানুষকে** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করেছে।
- রাজ্য সরকার নিশ্চিত করেছে যে **আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর করা যাবে না**, এতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের জমির অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। এর পাশাপাশি আদিবাসী পরিবারগুলিকে বন-পাট্টা এবং কমিউনিটি ফরেস্ট পাট্টা প্রদান করা হচ্ছে, যা তাঁদের আইনি অধিকার ও জীবিকা সুরক্ষা আরও মজবুত করছে।
- রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং আবেগের প্রতি সম্মান জানাতে, **নারায়ণী ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। যার হেডকোয়ার্টার মেখলিগঞ্জে।**
- মতুয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষ ব্যাপক উন্নয়নের সাক্ষী থেকেছেন। **হাবরা–গাইঘাটা জলতৃপ্তি জল প্রকল্পের**

মাধ্যমে সব পরিবারের জন্য নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করা হয়েছে। সংযোগ ব্যবস্থাও শক্তিশালী হয়েছে নতুন সেতু নির্মাণের মাধ্যমে - **ইছামতী নদীর ওপর মুড়িঘাটা ব্রিজ ও বলদেঘাটা খালের ওপর কুঠিপাড়া-নাগবাড়ী ব্রিজ** তৈরি করা হয়েছে। যুব সমাজের জন্য সুযোগ বাড়ানো হয়েছে গাইঘাটায় **নতুন আইটিআই এবং পলিটেকনিক কলেজ** স্থাপনের মাধ্যমে। কৃষকেরা উপকৃত হচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট কিষাণ মাণ্ডি থেকে। ঠাকুরনগর এলাকার প্রসিদ্ধ ফুলচাষের কেন্দ্র, সেখানে একটি বিশেষ ফুল মাণ্ডি নির্মাণের পাশাপাশি প্রধান শহরের সৌন্দর্যায়নের কাজও চলছে, যা এলাকার সাংস্কৃতিক গর্ব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন।

- পশ্চিমবঙ্গ এখন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে **ভারতের মধ্যে ১ নম্বরে** রয়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের বাজেট **প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি** পেয়েছে। রাজ্য সরকার **প্রায় ৯,৯০০টি কবরস্থানের** চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য **১,৩৮৭ কোটি টাকা** বরাদ্দ করেছে।

কৃষি

- **২০১১** সাল থেকে কৃষি ও সেই সম্পর্কিত খাতে ব্যয় প্রায় **৯.১৬ গুণ বৃদ্ধি** পেয়েছে, যা রাজ্য সরকারের বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করা এবং দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করছে।

- ২০২৫ সাল পর্যন্ত, রাজ্যের **১.১০ কোটিরও বেশি** কৃষককে **কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পের** মাধ্যমে **মোট ২৭,০১৬ কোটি টাকা** আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- ২০২৫ সাল পর্যন্ত, **বাংলা শস্য বিমা যোজনার** মাধ্যমে **১.১৩ কোটি কৃষককে** শস্যক্ষতির জন্য সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং কৃষকদের কাছে মোট **৩,৯৩৮ কোটি টাকার** ক্ষতিপূরণ বিনামূল্যে পৌঁছে গিয়েছে।

- গত **১৫** বছরে রাজ্যের সেচ-ব্যবস্থার কভারেজ **২৫.৬৭% বৃদ্ধি** পেয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের মোট চাষযোগ্য জমির **৬৪.৪৫% সেচের আওতায়** রয়েছে, যেখানে দেশের গড় মাত্র ৫৬.৩%। দেশে সর্বোচ্চ ফসল ফলনের মাত্রা রয়েছে বাংলায়, যা **১৯৪%** (জাতীয় গড় ১৪৩.৬%)।

- কৃষি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য। বাংলা দেশের **সর্ববৃহৎ ধান উৎপাদক রাজ্য (জাতীয় উৎপাদনে ১২.৮৭% অবদান); পাটচাষের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, রয়েছে সর্বোচ্চ কৃষিজমি (৪৯১.১ হাজার হেক্টর)** এবং **ফলন (২,৮৮৩ কেজি/হেক্টর); সবজি উৎপাদনে দেশে দ্বিতীয় স্থানে (২৯.১৯ মিলিয়ন টন, ২০২৩)**; এবং **মাংস ও মাছ উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়; মাংস উৎপাদন ৯০.৮৩% বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১১-২০২৩)** এবং **মাছ উৎপাদন ২০১১-২০২২ সালে ৩৮.৯৩% বেড়েছে**। এছাড়াও, বাংলা **হর্টিকালচারে দেশে তৃতীয় স্থানে (৩৩.১৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ২০২১)** এবং **চা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে (৩৭৩.৪৮ মিলিয়ন কেজি, ২০২৪)** রয়েছে।

- প্রতি বছর প্রায় **৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান** সরাসরি **১৬ লক্ষ ছোট ও প্রান্তিক কৃষকের** থেকে সংগ্রহ করা হয়।

- পশ্চিমবঙ্গে **হিমঘরের ক্ষমতা ৫.৯৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ (জাতীয় গড়ের থেকে ৪১৩% বেশি)**। এছাড়াও, **আমার ফসল, আমার গোলা** প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ সালে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় **৩,৯০৫টি স্বল্পমূল্যের স্টোরেজ** পরিকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে, যা প্রান্তিক কৃষকদের নিজেদের গোডাউন তৈরির এবং ভেন্ডিং কার্ট ব্যবহারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

করছে। এটি ফসল সংগ্রহের পরবর্তী পরিকাঠামোতে বড়সড় বিনিয়োগের প্রতিফলন, যা ফার্ম থেকে বাজারে ফসল পৌঁছানোর কার্যকারিতা বাড়িয়েছে।

- **সুফল** বাংলা প্রকল্পের অধীনে **৬৪০টি আউটলেট** এবং **৯টি বাল্ক হাব দৈনিক ৩.৫ লক্ষ উপভোক্তাকে** পরিষেবা দিচ্ছে এবং **৮০,০০০-এর বেশি কৃষককে** সংযুক্ত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০২৫–২৬ সালের বাজেটে এই প্রকল্পের বিস্তারের জন্য **২০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে **৩৫০টি নতুন আউটলেট** এবং হাট ও নিয়ন্ত্রিত বাজারে **২০০টি ক্রয়কেন্দ্র**।
- বার্ষিক **৫০ কোটি টাকা** বরাদ্দের মাধ্যমে **মাটির সৃষ্টি** প্রকল্পে **৫,৪৫৫টি** স্থানে **৪২,০০০ একর** পরিত্যক্ত জমি উৎপাদনশীল ফার্মে পরিণত হয়েছে, যা উদ্যানজাত পণ্য, মাছ চাষ ও পশুপালনের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারের নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টি করেছে।

অর্থনীতি ও শিল্প

- ভারতে অর্থনীতির দিক থেকে শীর্ষে থাকা অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের সামগ্রিক **জিএসডিপি ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে ২০.৩১ লক্ষ কোটি টাকায়**। একইসঙ্গে, মাথাপিছু আয় **২০১১–১২ সালের ৫১,৫৪৩ টাকা থেকে বেড়ে ২০২৪–২৫ সালে প্রায় তিনগুণ হয়ে পৌঁছেছে ১,৬৩,৪৬৭ টাকাতে**।
- মজবুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে পশ্চিমবঙ্গ **১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার বাইরে নিয়ে এসেছে**।
- উৎপাদনশীল পরিকাঠামো আরও মজবুত হয়েছে। মূলধনী ব্যয় **১৭.৬৭ গুণ** বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, ফিজিক্যাল সেক্টর পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগ **৬.৯৩ গুণ** এবং সামাজিক খাতে ব্যয় **১৪.৪৬ গুণ বেড়েছে**। একই সময়ে, ২০১১ সালের তুলনায় রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব **৫.৩৩ গুণ** বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিল্প ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্যে **৬টি নতুন অর্থনৈতিক করিডর** তৈরি হচ্ছে (রঘুনাথপুর–তাজপুর, ডানকুনি–কল্যাণী, ডানকুনি–ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি–কোচবিহার, খড়গপুর–মোড়গ্রাম, পুরুলিয়ার গুরুডি থেকে কলকাতার জোকা পর্যন্ত)। এই করিডরগুলি হয়ে গেলে রাজ্যে **২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের** সম্ভাবনা তৈরি হবে।
- নিবন্ধিত কোম্পানির সংখ্যায় বাংলা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। **২০১১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি কারখানার গড় মুনাফা বেড়েছে ৫৪৬%**।
- পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে, যেখানে রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ লেদার কমপ্লেক্স, সর্ববৃহৎ গার্মেন্ট ক্লাস্টার, সর্ববৃহৎ হোসিয়ারি পার্ক, সর্ববৃহৎ ফাউন্ড্রি পার্ক এবং অন্যতম বৃহত্তম রেলওয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং হাব।
- রাজ্যে একটি নতুন সেমিকন্ডাক্টর হাব হচ্ছে। বিশ্বের **তৃতীয় বৃহত্তম চিপ ডেভেলপার কোম্পানি** GlobalFoundries Inc. এটা করছে।
- দুর্গাপুর–আসানসোল অঞ্চলে **২২,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে** একটি শেল গ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। অশোকনগরে হচ্ছে ONGC-র তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের একটি বিরাট প্রকল্প।
- পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল-এস্টেট খাতে ব্যাপক উত্থান ঘটেছে, যেখানে মাত্র দু’বছরের মধ্যে (২০২৩–২৫) **৪৫,০০০ কোটি টাকা** বিনিয়োগ হয়েছে।

কর্মসংস্থান

- যখন সারা দেশে গত ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়েই বাংলায় বেকারত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে **৪০% কমেছে** এবং **২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থানের** সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
- কেন্দ্রীয় সরকার যখন MGNREGA-র তহবিল বন্ধ করে দেয়, তখন মা-মাটি-মানুষের সরকার **কর্মশ্রী** প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে **৭৮.৩১ লক্ষেরও বেশি** জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য **১০৪.৫৮ কোটি কর্মদিবস** সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে মোট খরচ হয়েছে **২০,৭৭৬ কোটি টাকা**।
- বাংলার প্রায় **১.৩ কোটি মানুষ ৯৩ লক্ষ MSME-তে কাজ করছেন** (যার মধ্যে ৪৯ লক্ষ উদ্যম ও উদ্যম অ্যাসিস্ট পোর্টালে নথিভুক্ত)। মহিলা মালিকানাধীন MSME-র সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ **দেশের ১ নম্বরে, সারা ভারতের ২৩.৪২% এখানেই**। মোট MSME-এর সংখ্যায় আমরা শীর্ষস্থানীয়। MSME-কে আরও শক্তিশালী করতে, **ইতিমধ্যেই ৯.৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক লোনের** বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
- **আনন্দধারা** উদ্যোগের মাধ্যমে, বাংলায় **১২ লক্ষেরও বেশি** স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। আমরা SHG ক্রেডিট লিঙ্কেজে সহায়তা করেছি, যেখানে **মোট ১,৪৮,০০০ কোটি টাকা ঋণ** প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় কারিগর, যুবক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য বাজারের সুবিধা, আয়ের নিরাপত্তা এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেমন: শিল্পান্ন, বিশ্ব বাংলা, রূপান্ন, বাংলার শাড়ি, বিশ্ব বাংলা হাট, জেলায় জেলায় গ্রামীণ হাট এবং **৫১৪টি কর্মতীর্থের** কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। জেলা সদরগুলিতে আরও **২৩টি মার্কেটিং হাব** (শপিং মল) স্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের পণ্য বিক্রির জন্য দু'টি তলা নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ থাকবে।
- বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি দেউচা পাঁচামি এলাকায় উন্নয়ন করা হচ্ছে, যা **১ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান** সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এছাড়াও, লক্ষাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে **জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী** স্থাপনের জন্য **৭২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ** করা হচ্ছে। **৩,০০০ একরেরও বেশি জমি** ইতিমধ্যেই নামী সংস্থাগুলিকে বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে **প্রায় ২৭,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ** হবে। কলকাতার কর্মদিগন্ত লেদার কমপ্লেক্সে **৩৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ৭.৭৫ লক্ষ নতুন চাকরি** তৈরি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে **২,৮০০টি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় ২ লক্ষেরও বেশি আইটি কর্মী** কর্মরত আছেন। সিলিকন ভ্যালিতে **প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ** হচ্ছে।
- **ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড** প্রকল্পের মাধ্যমে **৪৮,০০০-এর বেশি** নতুন উদ্যোক্তা উপকৃত হয়েছেন, যেখানে **১২,০০০ কোটি টাকা** ঋণ অনুমোদিত হয়েছে। একই সময়ে, সংখ্যালঘু যুবকদের স্বনির্ভর এবং উদ্যোগপতি হওয়ার সুযোগ বাড়ানোর জন্য **৩,৯০০ কোটি টাকা** বিনিয়োগ করা হয়েছে। **উৎকর্ষ বাংলা** প্রকল্পের মাধ্যমে **৪২ লক্ষ** যুবককে চাকরির উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- রাজ্য সরকার বন্ধ চা-বাগান খোলায় উদ্যোগী হয়েছে। ইতিমধ্যেই **৮৫টি চা-বাগান খোলা হয়েছে, যার মধ্যে এবছরই খোলা হয়েছে ২৫টি**। এর ফলে পরিবার-সহ **২৩,০০০ চা-শ্রমিক** উপকৃত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে চা শ্রমিকদের **দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা** করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। চা-শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের উন্নয়ন ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে আমরা বিনামূল্যে রেশন, জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা, অ্যাপ্রন, ছাতা, জুতো, কম্বল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাও প্রদান করছি।
- সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়ন ও জীবিকা বৃদ্ধির জন্য **২৭টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট** (ITI) এবং **৫টি পলিটেকনিক কলেজ** স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, **৩০৫টি কর্মতীর্থ** নির্মাণ করা হচ্ছে, যা জীবিকা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য কোচিংয়ের সুবিধাও প্রদান করা হচ্ছে, যা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরও শক্তিশালী করছে।

বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জল

- মা-মাটি-মানুষের সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গ, যা এক সময় ব্যাপকভাবে "লোডশেডিংয়ের রাজ্য" হিসেবে পরিচিত ছিল, তা আজ বিদ্যুৎ-উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ২০১৯ সালে রাজ্যের **১০০% বিদ্যুদয়ন** সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তারপর থেকে প্রতিটি বাড়ি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে, যা জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে। এই খাতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার **৯০,০০০ কোটি টাকা** বিনিয়োগ করেছে।

- বাংলার শক্তি পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে, **৪,৫৬৭ কোটি টাকা** ব্যয়ে **সাগরদিঘিতে সুপারক্রিটিক্যাল ইউনিট** (৬৬০ মেগাওয়াট) তৈরি হচ্ছে, যা পূর্ব ভারতের প্রথম এই ধরনের ইউনিট, যার ফলে **১৬.৭ লক্ষ পরিবারকে** নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে এবং **২৬,০০০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান** সৃষ্টি করবে। ক্ষমতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে, **শালবনিতে ১,৬০০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের** ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। **১৬,০০০ কোটি টাকা** বিনিয়োগে এই প্ল্যান্ট নির্মিত হবে এবং **১৫,০০০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান** তৈরি করবে।

- ২০২৪-২৫ সালে, WBPDCL ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত **২২,২৮৬ এমইউ** মোট উৎপাদন করে রেকর্ড করেছে। **সাগরদিঘি** দেশের মধ্যে **দ্বিতীয় স্থানাধিকারী** এবং WBPDCL ভারতীয় শক্তি খাতে শীর্ষ কার্যকারিতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। প্রথমবারের মতো, WBPDCL-এর সমস্ত কয়লার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে ক্যাপটিভ খনি থেকে পূরণ করা হয়েছে, যা কোল ইন্ডিয়ার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নির্ভরশীলতা নির্মূল করেছে। একই বছরে, WBPDCL রাজ্য সরকারকে **১০৪ কোটি টাকা লভ্যাংশ** প্রদান করেছে এবং সাগরদিঘিতে **৫ মেগাওয়াট ফ্লোটিং সোলার প্ল্যান্ট কমিশন** করেছে, যার বিনিয়োগ **৪০.৯৬ কোটি টাকা**।

- **পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় সোলার পাওয়ার উৎপাদন কেন্দ্র** উদ্বোধন করা হয়েছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা **১১২.৫ মেগাওয়াট** এবং **নির্মাণ ব্যয় ৭৫০ কোটি টাকা**। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে, রাজ্য সরকার **আলোশ্রী** প্রকল্প চালু করেছে, যার মাধ্যমে সমস্ত সরকারি ভবন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবনে, যেগুলি এই ধরনের স্থাপনার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে উপযোগী, সেখানে **গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফোটোভোলটাইক** (GRTSPV) সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে।

- ২০১১ সালের পর থেকে, রাজ্য জুড়ে **মোট ১,৮৩,০৮৪ কিমি রাজ্য সড়ক, গ্রামীণ রাস্তা** এবং **অন্যান্য রাস্তা নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে**। এছাড়াও, **৩৬১টি প্রধান ও মাঝারি সেতু** এবং **২০টি রোড-ওভারব্রিজ (ROBs) নির্মাণ** করা হয়েছে। এসবের জন্য মোট **ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮৩,০০০ কোটি টাকা**।

- **পথশ্রী-১, ২** ও **৩** প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই **৩৯,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি** রাস্তা নির্মিত হয়েছে, ব্যয় হয়েছে **১০,৯০২ কোটি টাকা**। কেন্দ্রীয় সরকার PMGSY-র অর্থ আটকে রাখলেও রাজ্য জুড়ে সংযোগ নিশ্চিত করতে এই কাজ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার **পথশ্রী-৪** প্রকল্পে আরও **২০,০৩০ কিমি রাস্তা** তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে, বরাদ্দ করা হয়েছে **৮,৪৮৮ কোটি টাকা**।

- পশ্চিমবঙ্গে ২০২৫ সালের মধ্যে **৯৯ লক্ষ** গ্রামীণ পরিবারের কাছে কার্যকরী নলবাহিত জলের কলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যেখানে ২০১১ সালে সুবিধাপ্রাপ্ত ছিল ২ লক্ষেরও কম গ্রামীণ পরিবার। সবার জন্য নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করার আমাদের অঙ্গীকারের ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

- **ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান**, যা FMBAP-এর আওতায় জমা দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিল, তা এখন **সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে**। ইতিমধ্যেই **১১৫ কিমি নদী খননের জন্য ৩৪১ কোটি টাকা ব্যয়** হয়েছে এবং **আগামী দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকল্প ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকার নিজেই শেষ করবে**।

বাসস্থান

- ২০১১ সালের পর থেকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় **১ কোটি পরিবারের জন্য মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান** নিশ্চিত করেছে।
- কেন্দ্রীয় সরকার অন্যায়ভাবে তহবিল বন্ধ করার আগে পর্যন্ত, গ্রামীণ বাড়ি নির্মাণে বাংলা ছিল দেশের ১ নম্বরে, **আবাস যোজনা (গ্রামীণ)**-এর আওতায় **৪৭.৫ লক্ষ বাড়ি** সম্পন্ন হয়েছে।
- মা-মাটি-মানুষের সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে চালু **বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ)** প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের **১২ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে** বাসস্থানের সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে **১৪,৪০০ কোটি টাকা**। বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও **১৬ লক্ষ পরিবার** উপকৃত হবে এবং এর জন্য **১৯,৭০০ কোটি টাকা** ব্যয় হবে।
- শহরের গৃহহীনদের জন্য প্রায় **৫.২০ লক্ষ হাউজিং ইউনিট** নির্মাণ করা হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় **১৮,০০০ কোটি টাকা**। সংকটগ্রস্ত সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য প্রায় **২.৬০ লক্ষ বাড়ি নির্মাণে ২,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়** করা হয়েছে। এছাড়াও, রাণীগঞ্জ কয়লাখনির মানুষের জন্য **১০,০০০টিরও বেশি বাড়ি** নির্মাণ করা হচ্ছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের **চা সুন্দরী ও চা সুন্দরী সম্প্রসারণ** প্রকল্পের মাধ্যমে **২৮,৫০০-এরও বেশি** চা-বাগান শ্রমিকের মাথার উপর ছাদ তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও, **গীতাঞ্জলি** প্রকল্পের আওতায় প্রায় **৩.৮৪ লক্ষ বাড়ি** দেওয়া হয়েছে, যার জন্য খরচ হয়েছে **৩,৫০০ কোটি টাকারও বেশি**।
- এছাড়াও, উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত **১৪,৭৯৪টি পরিবারকে** বাসস্থানের সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার **১৬১.৩৩ কোটি টাকা** অনুমোদন করেছে, যাতে তাদের সময়মতো পুনর্বাসন নিশ্চিত করা যায়।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

- **২০১১** সালের তুলনায় জনস্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় **৬ গুণ বৃদ্ধি** পেয়েছে, যা প্রমাণ করে যে সরকার সকলের জন্য শক্তিশালী ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- **স্বাস্থ্য সাথী** প্রকল্পের আওতায় **২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৭২ কোটি মানুষ** স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পেয়েছেন। ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রকল্পে মোট **১৩,১৫৬ কোটি টাকার** পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও **১১,০০০-এরও বেশি** স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রে এবং বড় হাসপাতালের **৬৩টি হাবে** বাংলার টেলিমেডিসিন পরিষেবার মাধ্যমে **৭ কোটিরও বেশি** পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের **সেরা জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো** এখন বাংলায়। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে আমরা খরচ করেছি প্রায় **৭০ হাজার কোটি টাকা**। **১৪টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ, ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ১৩,৫০০টিরও বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৭৬টি** CCU, **৩টি** HDU, **১৭টি** Mother & Child Hub, **১৩টি** Mother's Waiting Hut, **১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, ১৫৮টি বিনামূল্যে রোগনির্ণয় কেন্দ্র** — এই সবই করা হয়েছে।
- **২০১১** সালে আমাদের রাজ্যে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ছিল ৭১,২০০, যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে **৯৭,০০০**। অর্থাৎ, সরকারি হাসপাতালের **বেড বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬.২৫%**।

- রাজ্য সরকার **স্বাস্থ্য বন্ধু** প্রকল্পটি চালু করেছে, যার আওতায় **১১০টি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট (MMUs)** পরিষেবা দিচ্ছে এবং আরও ১০০টি ইউনিট শীঘ্রই কার্যকর করা হবে। ডাক্তার, নার্স এবং প্রযুক্তিবিদ দ্বারা সজ্জিত প্রতিটি ইউনিট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য ক্লিনিক, যা রাজ্যের সবচেয়ে দূরবর্তী এলাকার মানুষদের বিনামূল্যে পরীক্ষা, পরামর্শ এবং উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে সক্ষম। প্রকল্প চালু হওয়ার মাত্র **২০ দিনের মধ্যে ক্যাম্পগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা ১ লক্ষ অতিক্রম করেছে**।

- **শিশু সাথী** প্রকল্পের অধীনে প্রায় **৬৪,০০০ শিশুকে** জীবনরক্ষাকারী অস্ত্রোপচারে সহায়তা করা হয়েছে, যার জন্য রাজ্য সরকার **৩০৭ কোটি টাকা** ব্যয় করেছে।

- **চোখের আলো** প্রকল্পের মাধ্যমে **২৬ লক্ষ মানুষ** বিনামূল্যে ছানি অপারেশন এবং **৩৪ লক্ষ মানুষ** বিনামূল্যে চশমা পেয়েছেন। এই উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকার **১৮১ কোটি টাকা** ব্যয় করেছে।

- MBBS আসনের সংখ্যা ১,৩৫৫ থেকে বেড়ে হয়েছে **৬,৩৪৯**। প্রায় **১৪ হাজার ডাক্তার নিয়োগ** করা হয়েছে। নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের সংখ্যা ৫৭ থেকে বেড়ে হয়েছে **৪৫১**। ফলে নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউটগুলিতে মোট আসন সংখ্যা ২,২৬৫ থেকে বেড়ে হয়েছে **২৮,৫৪৭**। সরকারি হাসপাতালগুলিতে অনুমোদিত মোট নার্সিং স্টাফ ৩৩,৮৩১ থেকে বেড়ে হয়েছে **৫৯,১১৩**।

শিক্ষা

- **কন্যাশ্রী** প্রকল্পের অধীনে প্রায় **১ কোটি মেয়েকে** শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে **১৬,৫৫৪ কোটি টাকা**।

- **সবুজ সাথী** প্রকল্পের অধীনে **১.৪৪ কোটিরও বেশি** ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে **৪,৯০৩ কোটি টাকা**।

- **ঐক্যশ্রী** ও **সংখ্যালঘু স্কলারশিপ** প্রকল্পের মাধ্যমে **৪ কোটি ৫৬ লক্ষ স্কলারশিপ** প্রদান করা হয়েছে এবং এই খাতে **৯,৭৪৭ কোটি টাকা** খরচ করা হয়েছে। অন্যদিকে, **শিক্ষাশ্রী** প্রকল্পের আওতায় **১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৭৩ জন** SC/ST **ছাত্র-ছাত্রীকে** প্রায় **১,১৭৩.৯৫ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, **মেধাশ্রী** প্রকল্পের অধীনে **৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৯২ জন উপভোক্তাকে ৭০.৯২ কোটি টাকা** প্রদান করা হয়েছে।

- পশ্চিমবঙ্গের কোনো শিশু মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়নি, এবং ২০২৩ সাল থেকে রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে কোনো শিক্ষার্থীর **স্কুলছুটও নেই**।

- **তরুণের স্বপ্ন** প্রকল্পে ট্যাবলেট এবং স্মার্টফোন অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল শিক্ষাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। রাজ্যের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির **৫৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর** জন্য ব্যয় হয়েছে **৫,৩০০ কোটি টাকা**। এছাড়াও, **১৮ কোটি শিক্ষার্থীর** হাতে পৌঁছেছে বিনামূল্যের বই, স্কুল ইউনিফর্ম, ব্যাগ ও জুতো, যার জন্য রাজ্য সরকার ব্যয় করেছে **১০,৩৫০ কোটি টাকা**।

- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে **১ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী** উপকৃত হয়েছে এবং তাদের নামমাত্র সুদে **৩,৮০৭ কোটি টাকা** রাজ্য সরকারের গ্যারান্টিতে লোন হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

- শিক্ষা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে রাজ্য জুড়ে **৬৯,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ** করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে **৪২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়** এবং **৫০০টি কলেজ** স্থাপন করা হয়েছে।

এই দুই ক্ষেত্রেই জাতীয় গড়ের (**১৬.৪৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২৬২.৬৫টি কলেজ**) তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক এগিয়ে।

- **স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস** স্কলারশিপের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত **৩৬.৫৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী** উপকৃত হয়েছে, যার জন্য মোট **৬,৩৫৬ কোটি টাকা** ব্যয় করা হয়েছে।

- মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চশিক্ষার একটি নিবেদিত কেন্দ্র গড়ে তুলতে আমরা ঠাকুরনগর (ঠাকুরবাড়ির নিকটবর্তী) এলাকায় **হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠা করেছি। কৃষ্ণনগরে এর একটি এক্সটেনশন ক্যাম্পাসও গড়ে উঠছে। পাশাপাশি, মতুয়া শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়াতে গাইঘাটায় **পি.আর. ঠাকুর সরকারি কলেজ** স্থাপন করা হয়েছে।

- প্রায় **২০০টি রাজবংশী বিদ্যালয়কে** সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার ফলে এই সম্প্রদায়ের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ আরও মজবুত হয়েছে। পাশাপাশি, ভাষাগত অন্তর্ভুক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে **সাদরী ভাষায় পাঠদানের জন্য ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন** করা হচ্ছে।

- রাজ্যের **এডুকেশন লোন** প্রকল্প থেকে প্রায় **৪০,০০০ সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রী** উপকৃত হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকার বিনিয়োগ করেছে **৩২৭ কোটি টাকা**। এছাড়াও, বহু মাদ্রাসাকে অনুদানবিহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সাম্মানিক প্রদান করার জন্য একটি সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের অর্থায়িত উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।

প্রশাসন

- ২০১১ সাল থেকে, রাজ্যের মানুষকে আরো উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার **৪টি নতুন প্রশাসনিক জেলা** (কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান), **৪টি সাবডিভিশন** (ঝালদা, মানবাজার, মিরিক এবং ধূপগুড়ি) এবং **৪টি প্রশাসনিক ব্লক** (কল্যাণী, লাভা, পেডং এবং ক্রান্তি) গঠন করেছে। ফরাক্কা সাবডিভিশনও শীঘ্রই গঠিত হবে। এর পাশাপাশি, সংগঠিত ও পরিকল্পিত শহুরে উন্নয়নের জন্য রাজ্যে **১১টি উন্নয়ন পর্ষদ** এবং **২টি পরিকল্পনা পর্ষদ** গঠিত হয়েছে।

- **৮.০৭ লক্ষ** দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে **১০.৪৩ কোটি সরকারি পরিষেবা** প্রদান করা হয়েছে মানুষের দোরগোড়ায়। এছাড়াও **৩,৫০০-এরও বেশি** বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে **১৫.৮৬ কোটি সরকারি পরিষেবা** প্রদান করা হয়েছে।

- ভারতবর্ষে এই প্রথম যুগান্তকারী **আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান** প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের **৮০,০০০ বুথের** সকল বাসিন্দারা গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য মোট **৮,০০০ কোটি টাকা (বুথ প্রতি ১০ লক্ষ টাকা করে)** ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

- প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। **সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী** উদ্যোগের অধীনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একটি সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়েছে, যার মাধ্যমে নাগরিকদের সমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করা হচ্ছে। **৫৪টি দফতর** ও **৫,৮১৮টি অফিস** জুড়ে মোট ৬০,১৪,৬৪৪টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে **৫৪,১৭,৮৯৮টি নিষ্পত্তি** করা হয়েছে - যা **৯০%-এরও বেশি** সাফল্যের হারকে নির্দেশ করে।

আইনশৃঙ্খলা

- **কলকাতা** ক্রমাগত **ভারতের** সবচেয়ে **নিরাপদ শহর** হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৮৩.৯ সূচকে কলকাতা ভারতের সকল মেট্রোপলিটন শহরের মধ্যে সবচেয়ে কম বিচারযোগ্য অপরাধের হার দেখিয়েছে, যা জাতীয় গড় ৮২৮ থেকে অনেক কম। উল্লেখযোগ্যভাবে, পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের উপর অপরাধের হারও খুব কম, যা ২০১১ সালে প্রতি লক্ষে ২.৮ থেকে ২০২৩ সালে মাত্র প্রতি লক্ষে **০.১-এ নামিয়ে আনা** হয়েছে, প্রায় **৩০ গুণ হ্রাস**।

- রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ও দ্রুত তা বোঝায়, এখানে বিচারযোগ্য অপরাধের চার্জশিট দেওয়ার হার **৮৮.৯%**, যা দেশের গড় ৮০.১%-এর চেয়ে বেশি। কলকাতা শহরে এই হার সবচেয়ে বেশি, **৯৪.৭%**।

- আমরা প্রশাসনিক সম্প্রসারণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে পুলিশি ও জননিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে চলেছি। গত **১৫** বছরে কর্তৃত্বাধীন এলাকার নিরাপত্তা ও পরিষেবার মান বাড়াতে **১টি পুলিশ ডিরেক্টরেট, ৬টি পুলিশ কমিশনারেট, ১৪টি পুলিশ জেলা, ২টি নতুন ইউনিট, ৪টি নতুন ডিভিশন, ১০টি ব্যাটালিয়ন, ৪৯টি মহিলা থানা, ৮টি উপকূলীয় থানা, ৩৬টি সাইবার পুলিশ থানা** এবং **১০৬টি থানা** গড়ে তোলা হয়েছে।

- **সিসিটিভি ক্যামেরা, RLVD সিস্টেম, ANPR ক্যামেরা-সহ** বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপন করে বিস্তৃত সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সড়ক দুর্ঘটনা কমানো যায়। দায়িত্বশীলভাবে গাড়ি চালানো ও সামাজিক সতর্কতা বাড়াতে Safe Drive Save Life উদ্যোগের আওতায় জনসচেতনতা প্রচার নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

- দ্রুত ও বৈজ্ঞানিক তদন্ত নিশ্চিত করতে ফরেনসিক ক্ষমতাও উন্নত করা হয়েছে। কলকাতার ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে (FSL) বড় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন চলছে, যার মধ্যে নারকোটিক্স বিভাগের জন্য **১.১০ কোটি টাকায় GCMS সরঞ্জাম** কেনা হয়েছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত পুরাতন নথি ডিজিটাইজ করা হয়েছে যাতে সহজে প্রবেশ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, এবং জলপাইগুড়িতে RFSL-এ **একটি নতুন সিরোলজি ইউনিট** চালু করা হয়েছে।

যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া

- গত **১৫** বছরে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের বাজেট **সাতগুণ বৃদ্ধি** পেয়েছে, যা বাংলায় যুব ও ক্রীড়া উন্নয়নের প্রতি ধারাবাহিক ও কৌশলগত মনোযোগকে নির্দেশ করছে।

- ২০১১ সাল থেকে মোট **৮টি অত্যাধুনিক ক্রীড়া একাডেমি** স্থাপন করা হয়েছে। **৭৪টি স্টেডিয়াম** তৈরি বা সংস্কার করা হয়েছে (যার মধ্যে ১৯টি নতুন এবং ৫৫টি সংস্কারকৃত), পাশাপাশি **৪,১১২টি মাল্টি-জিম, ৭৯৫টি মিনি ইনডোর গেমস কমপ্লেক্স** এবং **৪২৩টি উন্নত খেলার মাঠ** তৈরি করা হয়েছে। ক্রীড়াবিদদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চোট নিরীক্ষণের জন্য SSKM হাসপাতালে একটি বিশেষ **স্পোর্টস মেডিসিন সেন্টার** স্থাপন করা হয়েছে।

- মোট **৪৪টি যুব হোস্টেল** তৈরি বা উন্নীত করা হয়েছে, সাথে অনলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেম চালু করা

হয়েছে। এছাড়া **৯১২টি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র** এবং **১২টি যুব ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র** স্থাপন করা হয়েছে।

- **খেলাশ্রী** প্রকল্পের আওতায় **৩৮,৪২৫টি ক্লাবকে প্রথম বছরে ২ লক্ষ টাকা** এবং পরবর্তী তিন বছরে প্রতি বছরে **১ লক্ষ টাকা অনুদান** দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বোর্ড অফ অ্যাথলেটিক্সে (BOA) নিবন্ধিত **৩৪টি স্টেট লেভেল অ্যাসোসিয়েশনকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান** দেওয়া হয়েছে এবং **১,৩২১টি কোচিং ক্যাম্পকে ১ লক্ষ টাকা করে অর্থ সহায়তা** করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২০২৩ সাল থেকে **১,৫৮০ জন** অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের জন্য **মাসিক ১,০০০ টাকার সাম্মানিক** চালু করা হয়েছে, যাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
- **ইস্টবেঙ্গল এফসি, মোহনবাগান এফসি এবং মহামেডান এসসি-র** আরও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য **২৭ কোটি টাকারও বেশি** অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তাদেরকে **বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত** করা হয়েছে।

পরিবেশ

- গত **১৫** বছরে, পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চল **২,৬৮৮ বর্গকিমি (১৮.৯১%) বৃদ্ধি** পেয়ে, ১৪,২১৪ বর্গকিমি থেকে **১৬,৯০২ বর্গকিমিতে** দাঁড়িয়েছে; রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের (স্টেট প্ল্যান) আওতায় **১.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে বনায়ন** করা হয়েছে। প্রকৃতিই পারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ঠেকাতে, তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে উপকূল এলাকা জুড়ে **১৫ কোটিরও বেশি ম্যানগ্রোভ রোপণ** করা হয়েছে।
- **জল ধরো জল ভরো** প্রকল্পের অধীনে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে **৪,১৫,৩৮৪টি জলাধার, সমতুল জলাধার** ও **রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং স্ট্রাকচার নির্মাণ বা সংস্কার** করা হয়েছে, যার ফলে সেচব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ জলের রিচার্জ এবং গ্রামীণ জল-নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে।

পর্যটন

- ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের সম্প্রতি প্রকাশিত ২০২৫ সালের ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়ামের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকদের আগমনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ **দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে** রয়েছে। অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত, **বাংলায় ২৪.২৪ কোটি দেশি ও বিদেশি পর্যটককে** স্বাগত জানানো হয়েছে।
- কলকাতাকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে, নিউটাউনে গড়ে তোলা হয়েছে **১১২ একর দর্শনীয় জলাশয়-সহ ৪৮০ একর জমির** উপর সবুজে ঘেরা **ইকো পার্ক (প্রকৃতিতীর্থ)**।
- এছাড়াও, **রবীন্দ্রতীর্থ, নজরুলতীর্থ, মাদার্স ওয়াক্স মিউজিয়ম, ও কলকাতা গেটের** মতো পর্যটন ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থানগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। ব্যারাকপুরে, **বীর শহীদ মঙ্গল পান্ডের স্মৃতিতে উৎসধারা পর্যটন** প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।
- **বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার, ধনধান্য অডিটোরিয়াম, ফিনটেক হাব, আলিপুর মিউজিয়াম, সম্পন্ন, সৌজন্য,** এবং **উত্তীর্ণ মুক্তমঞ্চের** মতো বিশ্বমানের পরিকাঠামো আজ দেশি-বিদেশি পর্যটক ও স্থানীয়

মানুষকে স্বাগত জানায়। দিঘাতেও একটি কনভেনশন সেন্টার নির্মিত হয়েছে এবং আরেকটি কনভেনশন সেন্টার নির্মিত হচ্ছে শিলিগুড়িতে।

- **চা পর্যটনের** উন্নয়ন স্থানীয় মানুষের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। এতে তাদের আরও রোজগারের পথ খুলেছে এবং সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়েছে।

সংস্কৃতি

- **লোকপ্রসার প্রকল্পের** মাধ্যমে **১.৯২ লক্ষ লোকশিল্পীকে** সহায়তা করা হচ্ছে, যার মধ্যে ১.৫ লক্ষ রিটেনার শিল্পী এবং ৪২,০০০ জন পেনশনভোগী। তাঁদের প্রতি মাসে **১,০০০ টাকা করে রিটেনার ফি/পেনশন** প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সরকারি সমস্ত অনুষ্ঠানে তাঁদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হয় এবং তাঁদের অবদানের জন্য যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। এর ফলে লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারা সংরক্ষিত হচ্ছে এবং লোকশিল্পীদের জন্য স্থায়ী আয়ের উৎস নিশ্চিত হচ্ছে।

- বাংলার **দুর্গাপুজো** (যা প্রতিবছর **৭০,০০০ কোটি টাকা** আয়ের সংস্থান তৈরি করে), ইউনেস্কোর **আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য** (Intangible Cultural Heritage of Humanity)-র স্বীকৃতি পেয়েছে। দিঘায় **২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জগন্নাথ মন্দির**; আমাদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক গৌরবের শক্তিশালী প্রতীক। এর পাশাপাশি, গঙ্গাসাগর যাত্রীদের জন্য **১,৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ গঙ্গাসাগর সেতু**, শিলিগুড়ির নিকটবর্তী মাটিগাড়ায় **১৭ একর জুড়ে মহাকাল মন্দির ও কালচারাল কমপ্লেক্স**, এবং নিউটাউনে **১৫ একর জুড়ে দুর্গা অঙ্গন** - এই নির্মীয়মাণ স্থাপনাগুলি ভবিষ্যতে বাংলার ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলবে।

- **হিন্দি, উর্দু, তেলেগু, ওড়িয়া, নেপালি, পাঞ্জাবি, সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, রাজবংশী ও কামতাপুরী ভাষাকে** সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিনিধিত্বে রাজ্যের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। পাশাপাশি, এই সম্প্রদায়গুলিকে আরও সমর্থন করতে **রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, রাজবংশী ভাষা একাডেমি, কামতাপুরী ভাষা একাডেমি** এবং **রাজবংশী কালচারাল একাডেমি** গঠন করা হয়েছে।

- ২০২৩ সালে বিধানসভায় **সারনা/সারি ধর্মের স্বীকৃতির জন্য একটি বিল পাস** হয়েছে, এবং বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে।

- **নবদ্বীপ ও কোচবিহারকে** হেরিটেজ শহর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। **তারকেশ্বর, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর ও পাথরচাপুরির** জন্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে।

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার

সারা বাংলার সব ধর্মের তীর্থস্থানগুলির উন্নয়নে আমাদের সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য আমরা খরচ করেছি কয়েক হাজার কোটি টাকা।

আমরা উদ্বোধন করেছি দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণি স্কাইওয়াক, কালীঘাট স্কাইওয়াক এবং জল্পেশ মন্দিরের স্কাইওয়াক। তারকেশ্বর, তারাপীঠ, কঙ্কালিতলা, ফুল্লরা মন্দির, কপিল মুনির মন্দির, মাহেশের জগন্নাথ মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির, ঝাড়গ্রামে কণকদুর্গা মন্দির, কোচবিহারে মদনমোহন মন্দির, বাণেশ্বর মন্দির, শিবযজ্ঞ মন্দির, দেবী চৌধুরানী মন্দির, ভবানী পাঠক-এর মন্দির, ভ্রামরী দেবীর মন্দির, গর্তেশ্বরী ও গর্ভেশ্বরী মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দির, রাজবাড়ী শিব মন্দির ও মনসা মন্দিরের মতো অসংখ্য ছোটবড়ো মন্দিরের সংস্কারসাধন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে।

রাজ্য সরকার বাংলার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। কচুয়া ও চাকলায় বাবা লোকনাথের ধাম, শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশ্রম এবং মা সারদা দেবীর বাসগৃহের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে, বনহুগলির ওঙ্কারনাথ মিশনের সামনে থাকা সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে ওঙ্কারনাথ সরণী হিসেবে। বাবা ওঙ্কারনাথকে উৎসর্গ করে একটি তোরণও নির্মাণ করা হয়েছে।

বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে এবং সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি বাসভবন অধিগ্রহণ করে যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যাতে সেগুলো সংরক্ষণ করা যায় এবং মানুষ সেখানে যুক্ত হতে পারে। স্বামীজির বাড়িতে অবস্থিত মিউজিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যক্রমের জন্য রাজ্য সরকার প্রতি বছর অনুদান দেয়। এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে নিউটাউনে একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিবেকতীর্থ গড়ে তোলা হচ্ছে। আমরা জমি সরবরাহ করেছি এবং RKM-এর আওতায় নির্মাণ খরচের একটি অংশও বহন করেছি।

এর পাশাপাশি, ফুরফুরা শরীফের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ সংস্কার এবং গাজী জাফর খান দরগার সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে।

ক্রিসমাস সারা বাংলা জুড়ে সানন্দে পালিত হয়, যার মধ্যে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজ্য আদিবাসী সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে বিরসা মুন্ডার জন্মদিন, করম পূজা, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস, হুল দিবস, জঙ্গলমহল উৎসব, আদিবাসী উৎসব আর জয় জোহার আদিবাসী মেলা-সবই উদ্‌যাপন করা হয়। আমরা এছাড়াও জাহের থান আর মাঝি থান সংস্কারের জন্যও আর্থিক সহায়তা করেছি।

বাবুরহাটে মহাবীর চিলা রায়ের ১৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এটি রাজবংশী সম্প্রদায়ের ইতিহাসকে সম্মান জানায় এবং এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করে।

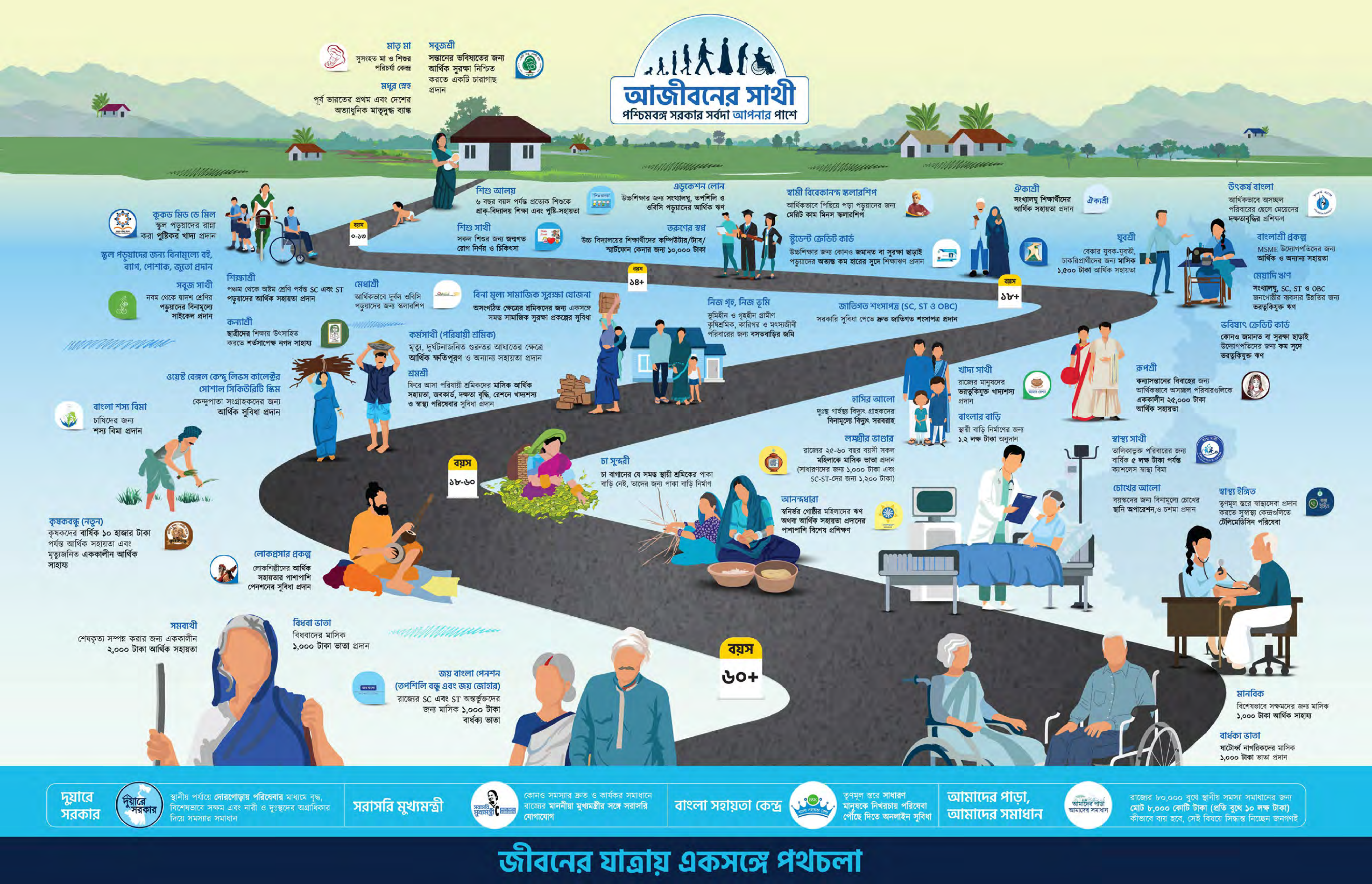

আজীবনের সাথী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা আপনার পাশে
মাতৃ মা
সুসংহত মা ও শিশুর পরিচর্যা কেন্দ্র
মধুর স্নেহ
পূর্ব ভারতের প্রথম এবং দেশের অত্যাধুনিক মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্ক
সবুজশ্রী
সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি চারাগাছ প্রদান
শিশু আলয়
৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা এবং পুষ্টি-সহায়তা
শিশু সাথী
সকল শিশুর জন্য জন্মগত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
কুকড মিড ডে মিল
স্কুল পড়ুয়াদের রান্না করা পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান
স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে বই, ব্যাগ, পোশাক, জুতো প্রদান
বয়স ০-১৩
এডুকেশন লোন
উচ্চশিক্ষার জন্য সংখ্যালঘু, তপশিলি ও ওবিসি পড়ুয়াদের আর্থিক ঋণ
তরুণের স্বপ্ন
উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার/ট্যাব/স্মার্টফোন কেনার জন্য ১০,০০০ টাকা
স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ
আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ
স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
উচ্চশিক্ষার জন্য কোনও জমানত বা সুরক্ষা ছাড়াই পড়ুয়াদের অত্যন্ত কম হারের সুদে শিক্ষাঋণ প্রদান
ঐক্যশ্রী
সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
উৎকর্ষ বাংলা
আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ
যুবশ্রী
বেকার যুবক-যুবতী, চাকরিপ্রার্থীদের জন্য মাসিক ১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
বাংলাশ্রী প্রকল্প
MSME উদ্যোগপতিদের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা
মেয়াদি ঋণ
সংখ্যালঘু, SC, ST ও OBC জনগোষ্ঠীর ব্যবসার উন্নতির জন্য ভরতুকিযুক্ত ঋণ
বয়স ১৪+
বয়স ১৮+
শিক্ষাশ্রী
পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত SC এবং ST পড়ুয়াদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
সবুজ সাথী
নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান
মেধাশ্রী
আর্থিকভাবে দুর্বল ওবিসি পড়ুয়াদের জন্য স্কলারশিপ
কন্যাশ্রী
ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে শর্তসাপেক্ষ নগদ সাহায্য
বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য একসঙ্গে সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা
নিজ গৃহ, নিজ ভূমি
ভূমিহীন ও গৃহহীন গ্রামীণ কৃষিশ্রমিক, কারিগর ও মৎস্যজীবী পরিবারের জন্য বসতবাড়ির জমি
জাতিগত শংসাপত্র (SC, ST ও OBC)
সরকারি সুবিধা পেতে দ্রুত জাতিগত শংসাপত্র প্রদান
ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড
কোনও জমানত বা সুরক্ষা ছাড়াই উদ্যোগপতিদের জন্য কম সুদে ভরতুকিযুক্ত ঋণ
কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক)
মৃত্যু, দুর্ঘটনাজনিত গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান
শ্রমশ্রী
ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসিক আর্থিক সহায়তা, জবকার্ড, দক্ষতা বৃদ্ধি, রেশনে খাদ্যশস্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা প্রদান
ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন্দু লিভস কালেক্টর সোশাল সিকিউরিটি স্কিম
কেন্দুপাতা সংগ্রাহকদের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান
বাংলা শস্য বিমা
চাষিদের জন্য শস্য বিমা প্রদান
খাদ্য সাথী
রাজ্যের মানুষদের ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য প্রদান
হাসির আলো
দুঃস্থ গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ
বাংলার বাড়ি
স্থায়ী বাড়ি নির্মাণের জন্য ১.২ লক্ষ টাকা অনুদান
রূপশ্রী
কন্যাসন্তানের বিবাহের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারগুলিকে এককালীন ২৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
রাজ্যের ২৫-৬০ বছর বয়সী সকল মহিলাকে মাসিক ভাতা প্রদান (সাধারণদের জন্য ১,০০০ টাকা এবং SC-ST-দের জন্য ১,২০০ টাকা)
স্বাস্থ্য সাথী
তালিকাভুক্ত পরিবারের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্য বিমা
বয়স ১৮-৬০
চা সুন্দরী
চা বাগানের যে সমস্ত স্থায়ী শ্রমিকের পাকা বাড়ি নেই, তাদের জন্য পাকা বাড়ি নির্মাণ
চোখের আলো
বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন,ও চশমা প্রদান
স্বাস্থ্য ইঙ্গিত
তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে টেলিমেডিসিন পরিষেবা
কৃষকবন্ধু (নতুন)
কৃষকদের বার্ষিক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা এবং মৃত্যুজনিত এককালীন আর্থিক সাহায্য
লোকপ্রসার প্রকল্প
লোকশিল্পীদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি পেনশনের সুবিধা প্রদান
আনন্দধারা
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ঋণ অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিশেষ প্রশিক্ষণ
সমব্যথী
শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য এককালীন ২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
বিধবা ভাতা
বিধবাদের মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা প্রদান
জয় বাংলা পেনশন (তপশিলি বন্ধু এবং জয় জোহার)
রাজ্যের SC এবং ST অন্তর্ভুক্তদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা বার্ধক্য ভাতা
বয়স ৬০+
মানবিক
বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য
বার্ধক্য ভাতা
ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা প্রদান
দুয়ারে সরকার
স্থানীয় পর্যায়ে দোরগোড়ায় পরিষেবার মাধ্যমে বৃদ্ধ, বিশেষভাবে সক্ষম এবং নারী ও দুঃস্থদের অগ্রাধিকার দিয়ে সমস্যার সমাধান
সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী
কোনও সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর সমাধানে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ
বাংলা সহায়তা কেন্দ্র
তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষকে নিখরচায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে অনলাইন সুবিধা
আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান
রাজ্যের ৮০,০০০ বুথে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মোট ৮,০০০ কোটি টাকা (প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা) কীভাবে ব্যয় হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন জনগণই
জীবনের যাত্রায় একসঙ্গে পথচলা